ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ
تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾
يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ
فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ
بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ
اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

(৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। (৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে—(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না,প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আল জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব ,আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?

জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نزل বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضيافة অথবা مادبة বলা হয়। কোরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল; কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্যে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ – এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নেয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নেয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণতঃ ছয়টি (১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোষাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুস্বাদু খাদ্য (৫) এসব নেয়ামতের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্যে প্রমাণিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ –এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ تزويج –এর অর্থ এক কে অন্যের যুগল করে দেয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেয়া হবে এবং দান হিসেবে দেয়া হবে। এর জন্যে দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى —অর্থাৎ, একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে।

(সূরা দোখান সমাপ্ত)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٧ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا
اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٩ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ
وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝١١ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٢ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝١٣ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٤ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١٥ وَلَقَدْ
آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١٦ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١٧

(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ। (৮) সে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে, অতঃপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (১৩) এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৪) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। (১৫) যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে, আর যে অসৎকাজ করছে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (১৭) আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কেয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।

সূরা আল জাসিয়া

সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রেসালত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্বান, পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর 'তফসীরে-কবীরে' দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কারণ, সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেক খাটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ – (প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্যে ভীষণ দুর্ভোগ) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ্ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবুজাহ্‌ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كل শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যেই দুর্ভোগ—একজন হোক অথবা তিন জন।

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ শব্দটি আরবীতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশী এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা 'পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ, পরে জাহান্নাম আসছে।—(কুরতুবী)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ..... وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ কোরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জনের

চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খুঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ-সম্পদ এবং ধন-দৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ (আপনি মুমিনদের-কে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযুল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরেক হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদবাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটা-তাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ্ প্রমাণিত হয়,তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল হয়েছিল, অতঃপর বনি মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযুল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আঃ) স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বিন মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারাদি। اَيَّامٌ শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরেকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদিতে বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্যে অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধর-পাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জেহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জেহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষতঃ এর শানে-নুযূল যদি বিন মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জেহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জেহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে। اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায় -(এক)—বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়ত দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমর্থন এবং (দুই) তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ, এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না।—(বয়ানুল-কোরআন)

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾
هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ
حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ
خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ
عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ
يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

(১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (২১) যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ। (২২) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ্‌র পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম-ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 'ধর্মের এক বিশেষ তরীকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্যে কেবল শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যেও অবশ্য পালনীয় ; আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কোন বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য ঃ উল্লেখিত ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমতঃ দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়াল-খুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি,ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক

রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্যে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এক ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্যে যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই—যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব, সাধুতা ও অসাধুতার পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্যে পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশে বলা হয়েছে, وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন—প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ —(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-) বলাবাহুল্য, কোন কাফেরও তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের মোকাবেলায় অন্য কারও আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া করে না, আল্লাহ্ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহ্র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়াল-খুশীকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়াল-খুশীই তার উপাস্য।

হযরত আবু উমামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নীচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশী। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াল-খুশীকে বশে রেখে পরকালের জন্যে কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশীর পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (রহঃ) বলেন, খেয়াল-খুশীই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।—(কুরতুবী)

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ – دهر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ, জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময়কালকে دهر বলা হয়। কাফেররা দলীলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়, বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ঃ কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্ তাআলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই মহাকাল। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন কিছু নয়। এতে জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ্ তাআলার কোন নাম হবে। কেননা, হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্ তাআলাকে দহর বলা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ
الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ ۙ
اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا
عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ
نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾
فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾
وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এজন্যে যে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র-ই প্রশংসা। (৩৭) নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً – جثو এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلُّ اُمَّةٍ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় ; কেননা, অল্পকিছুক্ষণের জন্যে এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। كُلٌّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন খটকা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা—ভয়ের নয়।

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে, اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা।

সূরা আল-জাসিয়া সমাপ্ত